গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা -২ শাখা

বিষয় : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **"চট্টগ্রাম কালুরঘাটে ও নারায়ণগঞ্জ বন্দরে মহিলা শ্রমজীবী হোস্টেল এবং ০৫ শয্যার হাসপাতাল সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ "**শীর্ষক প্রকল্পের ১ম 'প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)'র সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : কে এম আলী আজম, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ
সভার তারিখ : ১০/১০/২০১৯ খ্রি:
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেয়া হ'ল।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভার প্রথমেই আলোচ্যসূচি অনুসারে ধারাবাহিকভাবে আলোচনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

২। আলোচনা:

২.১ প্রকল্প পরিচালক সভায় প্রথমে প্রকল্পের গত ৩০-০৫-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি সভার সুপারিশসমূহ পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করে তা অনুমোদনের সভাকে অনুরোধ জানান। আছাড়া আলোচনায় কমিটি প্রকল্পের বীমা প্রিমিয়াম ও ভ্যাট বাবদ সরকারকে প্রদেয় অর্থ সেনা কল্যাণ সংস্থা 'কে সত্বর পরিশোধের নির্দেশনা দেয়া হয়।

২.২ সভার দ্বিতীয় আলোচ্যসূচিমতে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পকাজের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিষয়ে সভাকে অবহিত করে বলেন যে, চলমান এই প্রকল্পের মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ সালে শেষ হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্প স্থান (ক) চট্টগ্রাম কালুরঘাটে নির্মিতব্য শ্রমজীবী মহিলা হোষ্টেলের নির্মাণ কাজের ৪০% এবং (খ) নারায়নগঞ্জ বন্দরে নির্মিতব্য শ্রমজীবী মহিলা হোষ্টেলের নির্মাণ কাজের ৭০% সম্পন্ন হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতির বিষয়ে তিনি জানান যে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মাত্র ৩০০০.০০ লক্ষ (৩০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত অর্থের চাহিদা রয়েছে ৮৭৮৭.৯১ লক্ষ (সাতাশি কোটি সাতাশি লক্ষ একানব্বই হাজার) টাকা। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাজেটে চাহিদা অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৫৬০০.০০ লক্ষ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ৩১৮৭.৯১ লক্ষ টাকার সংস্থানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে ইতোমধ্যে শ্রম অধিদপ্তর হতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পত্র প্রেরিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রথম কিস্তিতে কোন অর্থের ব্যয় না হওয়া প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, সেনা কল্যাণ সংস্থা কাজের অনুকূলে কোন বিল দাখিল না করায় কোন ব্যয় সম্ভব হয়নি। এ পর্যায়ে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি বাস্তবায়নে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রতিনিধিকে নিয়মিত বিল দাখিলে আরো তৎপর হতে পরামর্শ দেয়া হয়।

২.৩ সভার এ পর্যায়ে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, "নারায়ণগঞ্জ বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেল ও ০৫ শয্যার হাসপাতাল সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক একনেক অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম কালুরঘাট অংশে ৯৬০ জন শ্রমজীবী মহিলাদের স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন ব্যবস্থা হবে। কিন্তু ভবনটিতে উঠা নামা করতে কোন লিফটের সংস্থান রাখা হয়নি। তবে একই প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জের বন্দরে নির্মিতব্য অপর শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেলের জন্য প্যাসাঞ্জার লিফট রাখা

হয়েছে। তিনি আরো জানান, এতদ বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি'র সভায় সভাপতি মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী নির্মিতব্য ভবনটিতে লিফটের সংস্থান রাখার বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে অভিমত প্রকাশ করেন যে কালুরঘাটস্থ শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেলটি বিভিন্ন বয়সী স্বল্প আয়ের ৯৬০ জন মহিলাদের আবাসস্থল হবে। সেখানে হার্টের রোগী, প্রেগন্যান্ট মহিলা বা মাঝবয়সী মহিলা থাকতে পারে যাদের প্রতিনিয়ত উঠানামার জন্য ভবনটিতে লিফটের সংস্থান থাকা জরুরী। সভার এ পর্যায়ে উপস্থিত সকল সদস্য চট্টগ্রামস্থ কালুরঘাট শ্রমজীবী মহিলা হোষ্টেলে ০২টি প্যাসেঞ্জার লিফট সংযোগের বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন এবং পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামো বিভাগের যুগ্ম প্রধান এ বিষয়ে ব্যয় প্রাক্কলনসহ প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণের পরামর্শ দেন।

২.৪ সভার এ পর্যায়ে বিবিধ আলোচসূচিতে কালুরঘাট ও বন্দরে নির্মিতব্য মহিলা শ্রমজীবী হোষ্টেলে অগ্নি নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্ব উল্লেখ করে বলেন যে, নির্মিতব্য এই দুটি স্থাপনায় অগ্নি নিরাপত্তায় বেসিক ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে প্রকল্পের ডিপিপি'তে ফায়ার এক্সটিনগ্যুইশার ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন বয়সী স্বল্প আয়ের মহিলাদের এই আবাসস্থলে একটি কমন ক্যাফেটেরিয়া ছাড়াও প্রতিটি ফ্লোরে খাবার গরম বা সামান্য কিছু রান্নার ব্যবস্থায় কমনরুম থাকবে। তাই নির্মিতব্য হোষ্টেলের অগ্নি নিরাপত্তায় Fire protection ও Detection System এর জন্য আধুনিক অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা হিসেবে ফায়ার হাইড্রেন্ট থাকা জরুরী বলে উপস্থিত সদসবৃন্দ একমত প্রকাশ করেন। তাছাড়া নির্মিতব্য ভবনে CCTV ও Access Control Device সমূহ রেখে একটি ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তাব প্রদান করতে সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রতিনিধিকে সভার সভাপতি মহোদয় অনুরোধ করেন। অধিকন্তু, প্রকল্প সাঁইটে গভীর নলকূপ স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় ইউটিলিটি সার্ভিস সংযোগস্থাপনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও সভায় পরামর্শ দেয়া হয়।

৩। সিদ্ধান্ত:

৩.১ প্রকল্পের গত ৩০-০৫-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি সভার সুপারিশসমূহ গৃহীত হলো।

৩.২ সেনা কল্যাণ সংস্থা প্রকল্পের বীমা প্রিমিয়াম ও ভ্যাট বাবদ সরকারের প্রাপ্য নির্ধারিত অর্থ সত্বর পরিশোধ করবে।

৩.৩ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি বাস্তবায়নে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সেনা কল্যাণ সংস্থা বিগত তিন মাসের বিল অতিসত্বর দাখিল করবে এবং নিয়মিত বিল দাখিলে আরো তৎপর হবে।

৩.৪ প্রকল্পের কালুরঘাট অংশে নির্মিতব্য শ্রমজীবী মহিলা হোষ্টেল ভবনে ০২টি প্যাসেঞ্জার লিফট ও লিফট বসানোর জন্য ০২টি কোর স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।

৩.৫ কালুরঘাট ও বন্দরে নির্মিতব্য মহিলা শ্রমজীবী হোষ্টেল ভবনে অগ্নি নিরাপত্তায় Fire Protection ও Detection System এর ব্যবস্থাসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।

৩.৬ কালুরঘাট ও বন্দরে নির্মিতব্য মহিলা শ্রমজীবী হোষ্টেল ভবনে CCTV ও Access Control Device স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।

৩.৭ প্রকল্পে কাজে ০২টি প্যাসেঞ্জার লিফট ও ০২টি কোর লিফট, ফায়ার হাইড্রেন্ট, CCTV ও Access Control device স্থাপনের নিমিত্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সেনা কল্যাণ সংস্থা হতে বর্ণিত যন্ত্রপাতিসমূহের প্রাপ্ত ব্যয় প্রাক্কলনসহ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণে সংশ্লিষ্ট দপ্তর জরুরী ব্যবস্থা নিবে।

পরিশেষে সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(কে এম আলী আজম)
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি, প্রজেক্ট ষ্টিয়ারিং কমিটি